13

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 18 APR 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

দৈনিক জনকণ্ঠ

বিদ্যালয় এখন বিদ্যাবিপণি

বেলাল বেগ

প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটি জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা একটি জাতির রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা। শিক্ষা জাতি ও সমাজের সকল কর্মকাণ্ডের শাখা-প্রশাখা, লতায়-পাতায় ক্রমাগত পুষ্টি সঞ্চয় করে। শিক্ষাকে যে জাতি ব্যবহার করতে পারেনি তার স্থান আঁস্তাকুড়েই থেকেছে। বলাবাহুল্য, স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশ এখনও শিক্ষার শক্তিকে ব্যবহার করতে অসমর্থ রয়ে গেছে। কিন্তু জনগণের সুবিধাভোগী অংশ শিক্ষার প্রয়োজন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। কারিগরি, চিকিৎসা, কৃষি ও সাধারণ উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে সীমিত আসনগুলোতে নিজেদের ছেলেমেয়েকে ঢোকাতে সুবিধাভোগী বিত্তবান ব্যক্তিরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে। একজন পরীক্ষার্থীর জন্য ৬/৭ জন প্রাইভেট শিক্ষক নিয়োগ করেও যদি মনোবাঞ্ছা পূরণের আশঙ্কা থাকে, একজন অভিভাবক ঘুষের বস্তা নিয়ে ঘোরেন ঘাটে ঘাটে। রাষ্ট্রের সীমিত সম্পদ নিজেদের ভোগ-দখলে রাখার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা থেকেই জন্ম নিয়েছে অসংখ্য 'সিওর সাকসেস" ব্যবস্থা। যেমন সংবৎসর প্রাইভেট পড়া, হাজারো রকম কোচিং সেন্টার, ক্যাডেট কলেজ, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি পরীক্ষার স্পেশালাইজড কোচিং সেন্টার। এছাড়া রয়েছে অজস্র কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত অগণিত নোট, গাইডবুক আর টেষ্ট পেপার। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্যই থাকল যেভাবেই হোক পরীক্ষায় পাস অর্থাৎ শিক্ষার বীজ, গাছ, ফুল, পাতা থাক বা না থাক, পাকা ফলটা চাই পাড়া, চাই আঁকশি দিয়ে।

শিক্ষাঙ্গনের উচ্চতম প্রাঙ্গণে স্থানাভাবহেতু যে প্রতিযোগিতার জন্ম হয়েছে তা শহরে সুবিধাভোগীদের মামলা। নিজ নিজ সন্তানের জন্য শিক্ষা-সুবিধা ক্রয়ে শহরে সুবিধাভোগীরা কোটির অঙ্কেও অর্থ খরচ করে। ঢাকা শহরে একজন ভাল প্রাইভেট শিক্ষক মাসে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা আয় করেন বলে শোনা যায়। এ খবর 'শোন্ শোনা শোন্' সারা দেশের শিক্ষকরা শুনে গেছেন। অতএব বিনাপুঁজির প্রাইভেট ট্যুইশনি ব্যবসায় ছড়িয়ে গেছে সারা দেশে। ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতি থাকায় ব্যবসাটির ভাল-মন্দ সম্বন্ধে মন্তব্য করতেও ভয় পায় শিক্ষাবিদ কিংবা শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ সুযোগে বহু বেকারও বিদ্যার দোকান খুলে বসেছে।

সন্দ্বীপের সন্তোষপুর গ্রামের মুন্সিরহাটের একটি দোকানে পড়তে যায় মিয়াবাড়ির মুহম্মদ রফিকের দু'টি বাচ্চা, বয়স ৬/৭। জিজ্ঞাসা করলে বলে 'প্রাইভেটে' গিয়েছিলাম। রফিককে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল, 'স্কুলেত পড়াশোনা হয় না।' স্কুল হলো লেখাপড়ার স্থান। সেখানে কেন লেখাপড়া হবে না— এর উত্তর স্বল্পশিক্ষিত রফিকের জানার কথা নয়। যারা জানে তারা নিরুত্তর— এ নিয়ে মাথা ঘামালে ক্ষমতায় থাকা তাদের জন্য মুশকিল হবে।

রফিকের উত্তর থেকে ধারণা করা যায়, বাংলাদেশের স্কুলগুলোতে কেবল পরীক্ষা হবে— লেখাপড়া হবে না। স্কুলে লেখাপড়া হলে পরীক্ষা নেবে কোন্ সময়? পরীক্ষার লেখাপড়া অর্থাৎ 'প্রস্তুতি' হবে 'প্রাইভেটে'। গ্রামে প্রাইভেটের ব্যবস্থাপনা-সুবিধা খুব বেশি নয়। স্কুলে ক্লাস করে একজন শিক্ষক একজনের বেশি দু'জন পড়াতে পারে না যাতায়াতের অসুবিধার জন্যে। এ অসুবিধা কিঞ্চিৎ পুষিয়ে নেয়া হয় বন্ধের দিনগুলোতে। রমজান মাসে স্কুলগুলো সাধারণত বন্ধ থাকে। কিন্তু এবার সন্দ্বীপের সব স্কুলগুলো ছিল খোলা। প্রতি ক্লাসেই দলে দলে ছাত্র-ছাত্রী 'কোচিং ক্লাস' করেছে বিশেষ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। কিমজা! স্কুল বন্ধ অথচ খোলা। এ গণকোচিং ছাড়াও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ও অপেক্ষাকৃত মোটা টাকার ম্যাট্রিক কোচিং।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল মানুষকে স্বাধীন ও সুখী করার জন্যে। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ব্যর্থ হওয়ায় বাংলাদেশের প্রায় সব কিছুই দু'নম্বরী হয়েছে। দেশের স্বাধীনতার শত্রুরা সংসদে আসন পায়, সরকার তাদের ক্রীড়নক; হাসপাতালে ডাক্তার আছে, চিকিৎসা হয় প্রাইভেট ক্লিনিকে, অভুক্ত-উলঙ্গ মানুষ তাদের জন্যে ফ্রি-ইকনমি, ব্যবসায়-বাণিজ্য মানে চোরাকারবার আর কালোবাজারী। সুতরাং দেশে দু' নম্বরী নীতি অর্থাৎ ফ্রি ইকনমি যখন চালু হয়েছে, স্কুল কেন 'বিদ্যাবিপণি' হবে না শিক্ষক? (মানুষ গড়ার কারিগর) হবে না কেন ওয়েজ আর্নার? ফ্রি ইকনমি বা মুক্তবাজার অর্থনীতিতে শিক্ষা একটি পণ্য। সুতরাং তার কেনা-বেচা দোষের নয়। দেখতে হবে ব্যাপক মানুষের ক্রয় ক্ষমতা আছে কি-না। কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষ অতিদরিদ্র। শতকরা ৭৫ জন নিরক্ষর। অতএব বেশিরভাগ মানুষ শিক্ষার প্রয়োজন সম্বন্ধেই ওয়াকিফহাল নয়। এ অবস্থায় শিক্ষার শক্তিকে জাগ্রত ও কার্যকর করা না হলে দেশে অসভ্যতা ও অন্ধকারকে স্থায়ী করা হবে।

গ্রাম থেকে বলছি

দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ব্যর্থ হওয়ায় বাংলাদেশের প্রায় সব কিছুই দু'নম্বরী হয়েছে। দেশের স্বাধীনতার শত্রুরা সংসদে আসন পায়, সরকার তাদের ক্রীড়নক; হাসপাতালে ডাক্তার আছে, চিকিৎসা হয় প্রাইভেট ক্লিনিকে, অভুক্ত-উলঙ্গ মানুষ তাদের জন্যে ফ্রি ইকনমি, ব্যবসায়-বাণিজ্য মানে চোরাকারবার আর কালোবাজারী। সুতরাং দেশে দু' নম্বরী নীতি অর্থাৎ ফ্রি ইকনমি যখন চালু হয়েছে, স্কুল কেন 'বিদ্যাবিপণি' হবে না, শিক্ষক (মানুষ গড়ার কারিগর) হবে না কেন ওয়েজ আর্নার?

ঠিক এ অবস্থাটিই সুবিধাবাদী মানুষদের প্রতিনিধিগণ অর্থাৎ সরকার চায়। অতএব গ্রামাঞ্চলে 'কত রবি জ্বলে রে? কেবা আঁখি মেলে রে'। অর্থাৎ স্কুল খোলা থাকাও যা, না থাকাও তা।

গ্রামাঞ্চলে একটি বাড়তি শিফট স্কুল চালিয়ে গ্রাম্য শিক্ষকগণ তাঁদের কিছু উপরি আয় বাড়িয়েছেন, ভাল কথা। বিদ্যার ক্রেতা আছে বলেই তো তাঁরা বিদ্যা বিক্রি করছেন। কিন্তু পরোক্ষভাবে তাঁরা গ্রামবাসীদের হতাশা আরও বাড়াচ্ছেন। উপযুক্ত শিক্ষক, যথেষ্ট শিক্ষাউপকরণ; যথার্থ শিক্ষা পরিবেশের অভাবে এমনিতেই গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের শহরে বন্ধুদের তুলনায় যোজন পথ পিছিয়ে। এখন বাড়তি টাকা খরচ করে গ্রামীণ অভিভাবকগণ আশা করবেন তাঁদের ছেলেমেয়েরাও 'সব পেয়েছি'র দেশে যেতে পারবে। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক পরিবেশে গ্রামীণ পিতা-মাতাকে তাদের ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে দিবাস্বপ্ন দেখানো কি ঠিক হচ্ছে?

বেলাল বেগ ॥ প্রাক্তন শিক্ষক ও টিভি প্রযোজক